অনৈতিক কারবার (নিরোধক) আইন, ১৯৫৬

(সর্বশেষ সংশোধন, ১৯৮৬)

এই আইনটি মূলতঃ বেশ্যাব্যবসায় এবং বেশ্যাবৃত্তিকে নিবারণ করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইন সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

- বেশ্যা কাকে বলে

'বেশ্যা' বলতে বোঝায় এমন এক নারী যার শরীর অর্থের বিনিময়ে যথেচ্ছভাবে যৌন সম্ভোগের জন্য ব্যবহার করা যায়।

- বেশ্যালয় চালানোর শাস্তি

বেশ্যালয় চালানো বা চালাতে সাহায্য করা আইনতঃ অপরাধ। প্রথমবার এই অপরাধের জন্য ধরা পড়লে এক বছর থেকে তিন বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং দু'হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হবে। দ্বিতীয়বার এবং একই দোষে ধরা পড়লে দু'বছর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং দু'হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হবে।

সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে প্রচারিত কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টে অথবা অনুসন্ধানের ফলে যদি জানা যায় যে কোন বাড়ির মালিক, ভাড়াটিয়া, পাট্টাদার, বাসিন্দা অথবা বাড়িঘর দেখাশোনার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা তার কোন এজেন্ট ঐ বাড়ি বা তার কোন অংশ বেশ্যাবৃত্তি চালানোর জন্য ব্যবহার করা হবে একথা জেনে শুনে স্বেচ্ছায় ঐ জায়গা বেশ্যাবৃত্তির কাজে ব্যবহার করতে দেয় তাহলে অপরাধ প্রমাণিত হলে তার প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে দু'বছর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং দু'হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হবে। দ্বিতীয় এবং পরবর্তীকালের অপরাধের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং জরিমানা হবে। শাস্তি পাওয়া মাত্রই সে তার বাড়িতে থাকার অথবা কোনভাবে ব্যবহার করার অধিকার হারাবে।

- বেশ্যাবৃত্তির উপার্জনে রোজগার

১৮ বছরের বেশি বয়স্ক অর্থাৎ আইনত প্রাপ্তবয়স্ক কোন ব্যক্তির রোজগার যদি জেনে শুনে বেশ্যাবৃত্তি থেকে উপার্জিত টাকায় পুরো বা আংশিক ভাবে হয় তবে তার দু'বছর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা দুই প্রকার শাস্তিই একসঙ্গে হবে।

উপরোক্ত রোজগারের ক্ষেত্রে কোন শিশু (১৬ বছরের কম বয়স্ক) অথবা নাবালককে (১৬ বছরের বেশি ১৮ বছরের কম বয়স্ক) কাজে লাগানো হলে তাহলে যে ব্যক্তি এভাবে কাজে লাগাচ্ছে তার সাত বছর থেকে দশ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড হবে।

যদি ১৮ বছরের বেশি বয়সের ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রমাণ হয় যে

ক) সে কোন বেশ্যার সঙ্গে থাকে অথবা নিয়মিতভাবে তার সান্নিধ্যে থাকে; অথবা

খ) সে কোন বেশ্যার কার্যকলাপ বা চলাফেরার উপর এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখছে যাতে বোঝা যায় যে সে ঐ মহিলাকে বেশ্যাবৃত্তি করতে সাহায্য করছে, উস্কানি দিচ্ছে অথবা বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করছে; অথবা

গ) কোন বেশ্যার খদ্দের ধরার জন্য দালালি করছে;

এসব ক্ষেত্রে এর বিপরীত প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত ধরে নেওয়া হবে যে বেশ্যাবৃত্তির উপার্জনের টাকার ভাগ এই ্যক্তি সজ্ঞানে নিচ্ছে।

- <u>বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োগ করার জন্য নারী সংগ্রহ</u>

দি কোন ব্যক্তি

(ক) কোন মেয়েকে তার মত নিয়েই হোক অথবা অমতেই হোক বেশ্যাবৃত্তির জন্য জোগাড় করে অথবা জোগাড় করার চেষ্টা করে; অথবা

(খ) কোন মেয়েকে বেশ্যাবৃত্তির জন্য অথবা বেশ্যা হিসাবে তৈরী করার জন্য লোভ দেখিয়ে, ভুল বুঝিয়ে নিজে বা অন্য কারোর সাহায্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অথবা বেশ্যালয়ে নিয়ে যায় বা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে; অথবা

(গ) জোর করে বেশ্যাবৃত্তিতে বাধ্য করে,

এই সব ক্ষেত্রে তার শাস্তি হবে তিন বছর থেকে সাত বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড এবং দু'হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা। জোর জবরদস্তির প্রমাণ থাকলে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড হবে।

যদি এই অপরাধ কোন শিশুর (১৬ বছরের কম বয়স্ক) প্রতি হয় তাহলে সেই অপরাধের শাস্তি হবে সাত বছর থকে যাবজ্জীবন পর্যন্ত কারাদন্ড।

যদি কোন নাবালিকার (১৬ - ১৮ বছর বয়স্ক) প্রতি এই অপরাধ হয় তাহলে তার শাস্তি হবে সাত থেকে চৌদ্দ ছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড ।

যদি কোন ব্যক্তি তার হেফাজতে বা কর্তৃত্বে থাকা মেয়েকে নিজে বা অন্যের দ্বারা বেশ্যাবৃত্তিতে টেনে নিয়ে যায় তবে তার শাস্তি হবে সাত থেকে দশ বছর পর্যন্ত অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং জরিমানা।

এই সব ক্ষেত্রে অপরাধের বিচার হবে যেখান থেকে মেয়েটিকে যোগাড় করা হয়েছে অথবা যেখানে তাকে প্ররোচিত করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে।

- বেশ্যালয়ে আটক রাখা

কোন মহিলা বা কোন মেয়েকে তার মত নিয়েই হোক বা তার অমতেই হোক যদি বন্দি করে রাখা হয় এমন জায়গায় যেখানে তার স্বামী ছাড়া অপর কেউ তার সঙ্গে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ পাবে, তাহলে অপরাধের শাস্তি হবে সাত থেকে দশ বছর (বা বিশেষ ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন) কারাদন্ড ও জরিমানা। এইরকম জায়গায় কোন বালিকাকে পাওয়া গেলে, ধরে নেওয়া হবে যে তাকে অসৎ উদ্দেশ্যে আটকে রাখা হয়েছে। ডাক্তারি পরীক্ষায় যদি প্রমাণ মেলে যে সে যৌন অত্যাচারের শিকার, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে তাকে পেশাদার বেশ্যা বানাবার উদ্দেশ্যে আটকে রাখা হয়েছে।

আটকে রাখার মানে

মেয়েটির গয়না, জামাকাপড়, টাকাপয়সা বা অন্য সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া/হস্তগত করা, মেয়েটিকে ভয় দেখানো যে সেখান থেকে যদি সে পালাতে চেষ্টা করে তাহলে আটককারী ব্যক্তির দেওয়া কোন গয়না, জামাকাপড়, টাকাকড়ি, চুরির দায়ে তাকে কারাগারে যেতে হবে।

চুরির অভিযোগ এসব ক্ষেত্রে আদৌ গ্রাহ্য নয় - এমনকি কোন ধার দেওয়া জিনিসও মেয়েটি ফেরৎ দিতে বাধ্য নয়।

- বেশ্যাবৃত্তির নিষিদ্ধ অঞ্চল

সর্ব সাধারণের সমাগম স্থলে বেশ্যাবৃত্তি নিষেধ। ধর্মীয় স্থান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হস্টেল, হাসপাতাল, নার্সিংহোম বা পুলিশ কমিশনারের দ্বারা চিহ্নিত 'পাবলিক প্লেস' - এই সব জায়গার দু'শ মিটারের মধ্যে বেশ্যাবৃত্তি দন্ডনীয় অপরাধ।

- শাস্তিঃ তিন মাস কারাদন্ড।

শিশু ও নাবালিকাকে দিয়ে ব্যবসা করানো হলে, যে ব্যক্তি করাচ্ছে তার সাত বছর থেকে যাবজ্জীবন পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা হবে।

এই সব 'পাবলিক প্লেস'- এর রক্ষণাবেক্ষণ যাঁরা করেন, তাঁরা যদি জেনেশুনে বেশ্যাবৃত্তি প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন, তাঁদের তিন মাস অবধি কারাদন্ড ও দু'শ টাকা জরিমানা হবে। একাধিকবার একই দোষ করলে কারাদন্ডের মেয়াদ

বেড়ে ছয় মাস হবে। হোটেল হলে তার লাইসেন্স কাটা যাবে কম পক্ষে তিন মাস, বেশি হলে এক বছর। হোটেলে শিশু বা নাবালিকা নিয়ে বেশ্যা ব্যবসা চালালে লাইসেন্স পুরোপুরি বাতিল করা হবে।

- বেশ্যাবৃত্তির ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ আচরণ

বেশ্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে কোন প্রকাশ্য স্থানে বা প্রকাশ্য কোন স্থান থেকে দেখা যায় এমন কোন বাড়ি বা জানালা ইত্যাদি থেকে মুখের কথায় বা অভব্য ইঙ্গিতে বা অনাবৃত শরীর দেখিয়ে প্রলুব্ধ করে বা পথ আগলে রেখে বিরক্ত করে খদ্দের যোগাড় করার চেষ্টা করলে,-

- প্রথমবার ধরা পড়লে ছ'মাস পর্যন্ত কারাদন্ড ও পাঁচশো টাকা জরিমানা হবে।
- একাধিকবার ধরা পড়লে এক বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও পাঁচশো টাকা জরিমানা হবে। কোন পুরুষ ধরা পড়লে সাত দিন থেকে তিন মাসের কারাদন্ড হবে।

- <u>সংশোধনাগারে রাখার ব্যবস্থা</u>

উপরে বর্ণিত কোন প্রকাশ্য স্থানে বেশ্যাবৃত্তি বা নিষিদ্ধ আচরণে অভিযুক্ত মহিলা অপরাধীকে আদালত তার মানসিক ও শারীরিক অবস্থা বুঝে কারাগারে পাঠানোর পরিবর্তে সংশোধনাগারে পাঠাতে পারেন। সেখানে তাকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে দুই থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হবে। অবশ্য কোর্ট তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেবে। সংশোধনাগারে থাকার ৬ মাস পরে যদি সরকার মনে করেন যে সে এবার সুস্থ জীবন যাপন করবে তাহলে তাকে মুক্তি দিতে পারেন। কিন্তু তার ঠিকানা ও গতিবিধির খবর নির্দিষ্ট থানায় পাঁচ বছর ধরে জানাতে হবে যাতে তার উপর নজরদারি বহাল রাখা যায়।

- <u>স্পেশাল পুলিশ অফিসার</u>

এই আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকার প্রতিটি চিহ্নিত এলাকার জন্য একজন স্পেশাল পুলিশ অফিসার নিয়োগ করবেন যাঁর পদমর্যাদা পুলিশের একজন ইন্সপেক্টরের নীচে নয়। তিনি বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করতে পারবেন। কিন্তু তাঁর অধঃস্তন কোন পুলিশ অফিসার গ্রেপ্তার করতে গেলে তাঁর লিখিত অনুমতি নিতে হবে। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অধঃস্তন অফিসার লিখিত অনুমতি ছাড়া গ্রেপ্তার করলেও যত শীঘ্র সম্ভব স্পেশাল অফিসারকে রিপোর্ট করতে হবে। বিনা পরোয়ানায় খানাতল্লাসি করা প্রয়োজন হলে একজন মহিলা সহ পাড়ার দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে তবেই বাড়িতে ঢুকে খানাতল্লাসি করা যাবে। গ্রেপ্তারের পর যতশীঘ্র সম্ভব উপযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে অপরাধীকে হাজির করতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে বেশ্যালয়ের মালিক, পাট্টাদার, এজেন্ট ইত্যাদির বিরুদ্ধে শো-কজ নোটিশ জারী করতে পারবেন। নির্দিষ্ট সময়ের

মধ্যে সন্তোষজনক উত্তর না পেলে ঐ বেশ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার মত নির্দেশ এবং জনসাধারণের মঙ্গলার্থে অভিযুক্ত বেশ্যাকে অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন।

জেনে রাখা দরকার

কোন মহিলা যদি কোন ব্যক্তি দ্বারা উপরিউক্ত যে কোন একটি ক্ষেত্রে আক্রান্ত হন, তাহলে ঐ মহিলা বা তার আশেপাশের লোকজন স্থানীয় কোন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের (এন.জি.ও.) সাহায্য নিতে পারবেন অথবা ঐ এলাকাভুক্ত থানায় এফ.আই.আর. করবেন।